দৈনিক খবর

056

21 JUN 1988

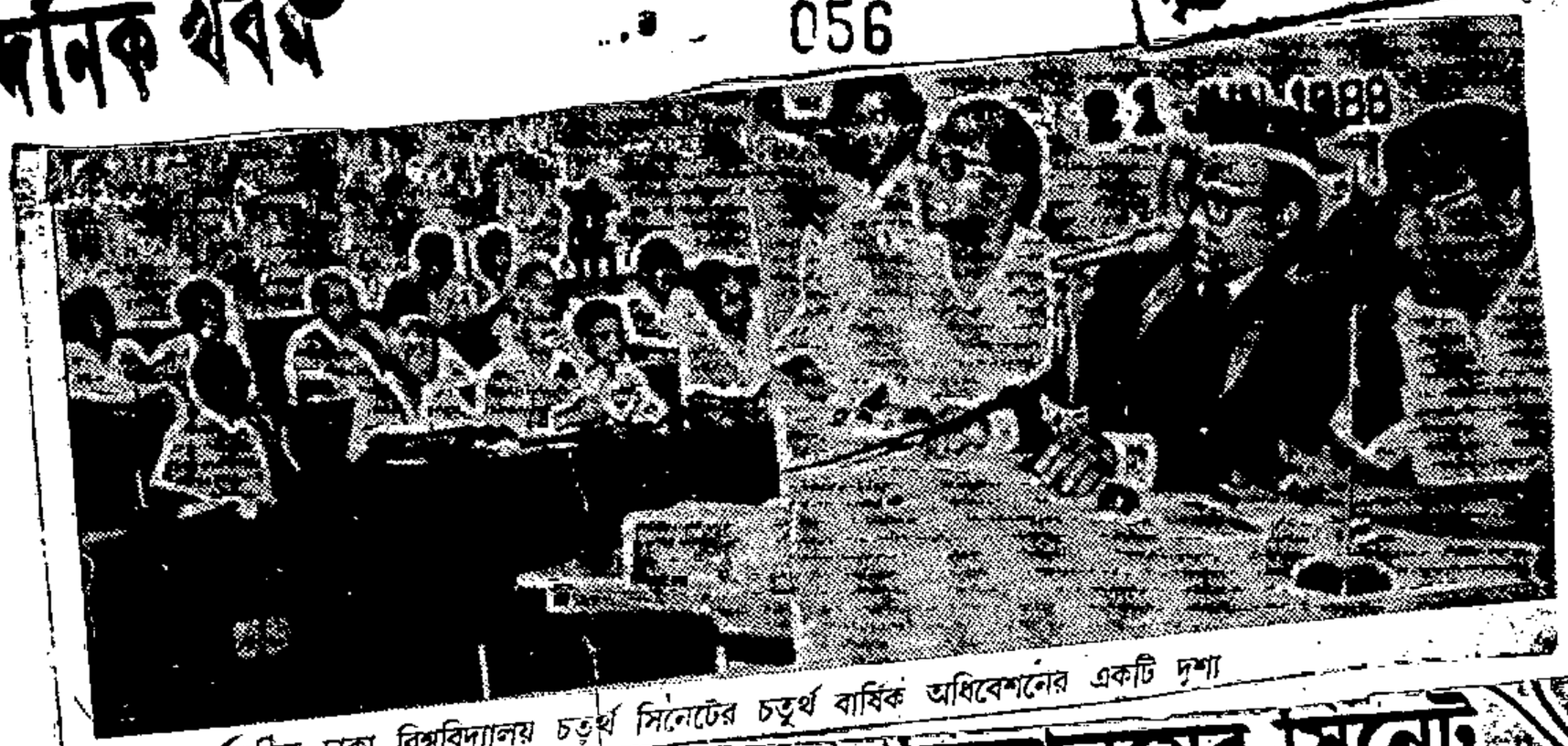

গতকাল অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ সিনেটের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের একটি দৃশ্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনকে কেন্দ্র করে——

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ছাত্র বিক্ষোভের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের প্রতিনিধি বেগম হাসনা মওদুদ গতকাল সোমবার সিনেট অধিবেশনে অংশ না নিয়েই ফিরে গেছেন। প্রায় দেড় ঘন্টা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনে অবস্থানের পর তিনি পুলিশের গাড়ীতে চলে যান।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ের প্রায় দু'ঘন্টা পরে সিনেট অধিবেশন শুরু হয়।

৭-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ্য, গতকাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হয়েছে। বিকেল সাড়ে ৩টায় অনুষ্ঠেয় এ সভায় যোগদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সংসদ মনোনীত সদস্যা বেগম হাসনা মওদুদ সভা শুরুর কয়েক মিনিট আগে একটি পাজেরো জীপে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের গেটে পৌছান এবং গাড়ী থেকে নামার সাথে সাথে কিছুসংখ্যক যুবক তার গতিরোধ করে ফিরে যাবার জন্য বলে। এক পর্যায়ে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যসহ শিক্ষকবৃন্দ ঘটনাস্থলে এসে ছাত্রদের মাঝ থেকে বেগম মওদুদকে উপাচার্যের কার্যালয়ে নিয়ে যান।

এসময় আরো বিপুল সংখ্যক ছাত্র ঘটনাস্থলে আসে এবং বেগম মওদুদের গাড়ী ভাঙচুর করে এবং তাঁকে সিনেট সভায় যোগ না দেয়ার দাবী জানায়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রশাসনিক ভবনে ভাঙচুর শুরু করলে উপাচার্য বাইরে এসে ছাত্রদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ছাত্ররা বেগম হাসনা মওদুদসহ তাদের ভাষায় 'অবৈধ সংসদের' মনোনীত প্রার্থীদের অধিবেশনে যোগ না দেয়ার দাবী জানায়। তারা সিনেট অধিবেশন কক্ষ ঘিরে ফেলে এবং বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে।

বিকেল ৩-৪৫ মিনিটে ঘটনাস্থলে পুলিশ চলে আসে এবং ছাত্রদের সরানোর চেষ্টা করে। এসময় ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তারা বেগম মওদুদকে বহনকারী পাজেরো জীপে (ঢাকা মেট্রো-চ-৬৩৯০) আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলে পর পর দু'টো বোমা বিস্ফোরিত হয়। পুলিশও এক রাউন্ড কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্র-পুলিশের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। আরো পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ প্রশাসনিক ভবনের দিকে দেয়। এ সময় বেগম মওদুদ প্রশাসনিক ভবনের ভেতরেই ছিলেন।

এ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যস্থতায় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের জানায় যে ছাত্ররা কিছুটা পিছিয়ে গেলে মওদুদ চলে যাবেন। তখন ছাত্ররা পিছিয়ে যায় এবং পুলিশের গাড়ীতে বেগম মওদুদ ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। বেগম মওদুদ গাড়ীতে ওঠার সাথে সাথেই বিক্ষোভকারীরা আবারও গাড়ীর ওপর চড়াও হয় এবং ইট নিক্ষেপ করে। ফলে পুলিশ আরারও ছাত্রদের ধাওয়া করলে কিছুক্ষণ ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ হয়। ছাত্ররা যাবার পর বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পুলিশ অগ্নিদগ্ধ গাড়ীটি নিয়ে যায়।

বিকেল সোয়া পাঁচটায় পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং ছাত্ররা দু'টো পৃথক মিছিলযোগে চলে গেলে সিনেট সভা শুরু হয়। অধিবেশনের শুরুতেই সিনেট সদস্যদের অনুমতিক্রমে উপাচার্যের অভিভাষণ পাঠ ছাড়াই পাস করা হয়।

উপাচার্যের এ বক্তব্যের ওপর আলোচনাকালে বক্তারা বলেন, বর্তমান সংসদ যে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে তাতে কেউ ভোট দেয়নি। এ 'অবৈধ সংসদে' যারা আছেন তাদের পদত্যাগ করা উচিত। এ অবৈধ সংসদের মনোনীত প্রার্থী সম্পর্কে ছাত্ররা যা করেছে তা দুঃখজনক। তবে এ পক্রিয়ায় নয়, আমরা গণতান্ত্রিকভাবে এ মনোনয়নের প্রতিবাদ করব।

আলোচনায় অংশ নেন, ডাঃ ম আক্তারুজ্জামান, ডঃ মনিরুজ্জামান মিয়া, অধ্যাপক মশি-হুজ-জামান, অধ্যাপক কে এ এম সাদ উদ্দিন, শামসুল হক মোল্লা, বদিউর রহমান ও ডাঃ আবদুস সালাম। সভা আজ বিকেল ৩-৩০ মিনিট পর্যন্ত মুলতবী করা হয়।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ সিনেটের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন সোমবার উপাচার্য এ সিনেটের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনে শুরু হয়। এরপর উপাচার্য অধ্যাপক মান্নান অধিবেশন শুরুর প্রাক্কালে এক আকস্মিক ও অনভিপ্রেত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন এবং এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

সিনেটের অধিবেশন শুরুর পূর্বে জনৈক সদস্য যে সব মন্তব্য করেন, সিনেটের সদস্যগণ আলোচনাক্রমে তাতে ক্ষোভ প্রকাশ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

পুলিশী হামলার নিন্দা

স্বরশ্রুতির সভাপতি সাগর লোহানী ও সাধারণ সম্পাদক অমিতেশ রায় এক বিবৃতিতে গতকাল ছাত্রদের ওপর পুলিশী হামলার নিন্দা করে বলেন, 'অবৈধ' সংসদ মনোনীত ৫ জন সংসদ সদস্যের সিনেট সভায় যোগদানকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ করায় পুলিশ এ হামলা চালায় বলে তারা জানান।